Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/133	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1262b.s.(1855)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Bhaskar Jantra
Author/ Editor:	Sibnath Roy	Size:	10x17cms
		Condition:	Brittle
Title:	Bidhaba Bibaha Nishedh Byabastha	Remarks:	

শ্রীশ্রীহরি র্জয়তি।

বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা।

—৪০৪—

জিলাবর্দ্ধমান।স্তঃপাতি

কাষ্ঠশালী

নিবাসি

শ্রীশিবনাথ রায়

প্রণীত

—

কলিকাতা।

ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

বঙ্গাব্দঃ ১২৬২।

ইং ১৮৫৫।

নমো ধর্ম্মায়।

বিধবা বিবাহ নিষেধ ব্যবস্থা।

১

শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না ইহার জিজ্ঞাসাচ্ছলে তদ্বিষয়ের ঔচিত্য ঘটনায় ১৯১১ সম্বতের ১৬ মাঘে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অকিঞ্চনের বিবেচনায় বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী থাকা বোধ হওয়ায় তদুত্তর লিখনের আবশ্যক হইল। [illegible]াসাগর মহাশয় আপন প্রকাশিত পুস্তকের ভূ[illegible] " অনেকেই স্বীয়২ বিধবা কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতির পুনরায় বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন. অনেকে তত দুর পর্য্যন্ত [illegible]ইতে সাহস করেন না কিন্তু [illegible] ব্যবহার চলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এমত স্বীকার করিয়া থাকেন" ইহা লিখিয়াছেন কিন্তু বৈদি[illegible] ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ঐ উক্তি কদুক্তি

ক

BLOCKED INFORMATION.

হয়, বিধিবোধিত ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞান বিশেষের নামই বিবাহ, যথেষ্টাচরণ পূর্ব্বক সংগ্রহীতাবলম্বনের নাম বিবাহ নহে অতএব ভদ্র সমাজে শাস্ত্রার্থের অনবধানকালে ঐ ব্যবহারের আবশ্যকতা হইয়া উঠা কদাচ ন্যায্য হইতে পারে না, যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যে যুক্তি দ্বারা বিধবা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা লিখিয়াছেন তাহা অকিঞ্চনের বিবেচনায় যে যে হেতুতে অযুক্ত তাহা অগ্রে লিখিয়া যে বচনে বিধবা বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা তিনি কহেন অকিঞ্চনের বিবেচনায় তাহার যাহা সদর্থ তাহা তৎপরে লেখা কর্ত্তব্য হইল তিনি প্রকৃত পুস্তকে

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥

মনু সংহি[illegible] এই বচনটী লিখিয়া যুগভেদে ধর্ম্ম [illegible] করিয়া কোন যুগে কোন্ [illegible] হইবে, কেবল পরাশর [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্রেই [illegible] পর [illegible] সংহিতার [illegible]

কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ [illegible]

এই শ্লোকটীর উল্লেখে মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম কলি যুগের অননুষ্ঠেয় কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মই কলি যুগের অনুষ্ঠেয় ইহারি যে সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ এই যে বেদার্থ মীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি যে রূপ রীতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন তদনুযায়ি বেদানুসারি স্মৃত্যাদির অর্থাবধারণও করিতে হইবেক মীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান জৈমিনির এই উপদেশ যথা.

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বা দানর্থক্যমতদর্থানাং।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরি অর্থাৎ যে বাক্যে কোন বিধি আছে তাহারি প্রামাণ্য ইহাতে অর্থবাদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন [illegible] বাদের পাছে কোন রূপে [illegible] হয় তন্নিবা[illegible] ভগবান জৈমিনি ইহারি মীমাংসা করিয়াছেন যথা।

স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্থবাদ [illegible] বিধি [illegible] হয়, কৃতেতু মানবো ধর্ম্মঃ ইত্যাদি [illegible] নিষেধক [illegible] নাই অর্থাৎ বিধি [illegible] অতএব [illegible]

BLOCKED INFORMATION.

অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না এবং ভগবান পরাশর ঐ বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যূচু র্দানমেকং কলৌযুগে ॥

ইহাতে যথা শ্রুতার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে তপস্যা ব্যতিরেকে দানাদি ধর্ম্ম কৃতযুগে না থাকা, আর কলিতেও তপস্যা আত্মজ্ঞান যজ্ঞ রূপ ধর্ম্ম হইতে না পারা বুঝায় কিন্তু বাস্তব তাহা নহে তপস্যা আত্মজ্ঞান যজ্ঞ দান সর্ব্ব কালেই বৈধ, একটীও যে কোন কালে নিষিদ্ধ নহে ইহা স্বাভাবিক জ্ঞানেই উপলব্ধি হইতে পারে। আরও বিবেচ্য এই যে কৃতেতু মানবোধর্ম্ম ইত্যাদি যুগধর্ম্ম বর্ণনাত্মক কয়েকটী শ্লোকের পরে ঐ পরাশর সংহিতা

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে ।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥

ইহা উক্ত হইয়াছে, ইহার অর্থ, সত্যযুগে দাতা ব্যক্তি স্বয়ং প্রতিগ্রাহির নিকট যাইয়া দান করিতেন, ত্রেতাযুগে আহ্বান করিয়া দ্বাপরে যাচক হইলে দেওয়া বিহিত কলিতে সেবাতে তুষ্ট হইয়া সেবককে দান দেওয়া যায় ইহা যারা যুগধর্ম্মের অনুবাদ মাত্র

যে ঐ সকল বচনে হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে নচেৎ পরাশরীয় স্মৃতিতে "সেবয়াদীয়তে কলৌ" ইহা উক্ত হওয়ায় সেবক ভিন্ন অন্যকে দান দেওয়া কলিতে কর্ত্তব্য না থাকা বলিতে হয়, অতএব কলিযুগের ধর্ম্মবক্তা কেবল ভগবান্ পরাশর ইহা কৃতেতু ইত্যাদি বচনার্থ নহে, অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকা পূর্ব্বে লিখিয়াছি পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব. অপরন্তু ব্রাহ্মণাদির দশবিধ সংস্কার আর শ্রাদ্ধ দায়াদি বিষয়ে কোন ব্যবস্থা পরাশর সংহিতায় নাই ইহাতে কি সংস্কারাদি বিষয় কলিযুগে রহিত হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয় কদাচ ইহা স্বীকার করিবেন না, অতএব কেবল ভগবান পরাশর কলিযুগের ধর্ম্মবক্তা ইহা যাহারা কহেন তাঁহারদিগেরও সংস্কারাদি বিষয়ে অবশ্য মন্বাদি সংহিতা কলিযুগে প্রমাণ [illegible] স্বীকার করিতে হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয় [illegible] পুস্তকে পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের অর্থবাদাত্মক "অ[illegible] যাতো হিম শৈলাগ্রে" ইত্যাদি কয়েকটী শ্লোক লিখিয়া [illegible] সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে ।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্ত্যং চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্ ।
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশর বচো যথা ।

BLOCKED INFORMATION.

ইহার উল্লেখ করিয়া তৎপরেই যে কৃষিকর্ম্মাদির ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে তাহার কোন উক্তি না করিয়া কলিযুগে বিধবা বিবাহ কর্ত্তব্য থাকা জ্ঞাপনার্থে ঐ সংহিতার চতুর্থাধ্যায়ের শেষ ভাগে অন্য প্রসঙ্গের পরে উক্ত হওয়া নষ্টে মৃতে ইত্যাদি কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহাতে অনেকেরি এমত ভ্রম জন্মিতে পারে যে ভগবান পরাশর কলিযুগের সমুদায় ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়া কেবল তাহাই কহিয়াছেন সুতরাং উক্ত বচন দ্বারা কলিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ দেওনের বিধি করিয়াছেন কিন্তু অর্থবাদাত্মক যে সকল শ্লোক ঐ সংহিতায় আছে সংহিতার প্রশংসা পরত্বেই যে উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বোক্ত সূত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে অবিদিত থাকেনা আর অতঃপরং গৃহস্থস্য ইত্যাদি বচনের পরে যে কৃষিকর্ম্মাদি যে রূপে কার[illegible] হয় না তাহা উক্ত হওয়া আর তাহার দুই অধ্যায়ে[illegible] পরে চতুর্থাধ্যায়ে সর্ব্ব যুগ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে[illegible] [illegible] কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক দার গ্রহণ অগ্নি গ্রহণ দোষাদি বর্জ্জনের পরে নষ্টে মৃতে ইত্যাদি কয়েক বচন যে উক্ত হইয়াছে তাহা পরাশর সংহিতায় দৃষ্টি মাত্রে প্রকাশ থাকে না যদ্যপি ইহা লিখিবার প্রয়োজন ছিল তথাপি তাঁহার [illegible]নানুসারে ঐ সংহিতা যাহারা দেখেন নাই তাঁহারদিগের ভ্রম জন্মিতে পারে বলি

বারণার্থে লিখিত হইল আর নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচন ব্যাখ্যানে তিনি কহেন যে কলিযুগে পতি জীবিত থাকিলেও যদি বিদেশ যান আর তাঁহার উদ্দেশ না পাওয়া যায় আর যদি পতি পরিব্রাট হয়েন কিম্বা পতির ক্লীবত্ব নিশ্চিত হয় অথবা পতি পতিত হয়েন তবে এই চারি আপদে স্ত্রী অন্য পতি করিতে পারিবেক, আর পতির মৃত্যু হইলে তৎপত্নী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবেক ইহাতে বিধবার বিষয়ে তিনটী ব্যবস্থা কলিতে থাকা অর্থাৎ পুনরায় বিবাহ অথবা ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণ বৈধ থাকা যাহা তিনি কহেন তাহাতে সুতরাং শক্ত্যনুসারে তত্তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা থাকা স্বীকার করিতে হইবেক কিন্তু সধবার উক্তাপচ্চতুষ্টয়ে কেবল অন্য পতি করা ভিন্ন বচনে আর কিছু নাই অতএব অবশ্য তত্তদ্ধেতুক সধবাকে অন্য পতি করা কর্ত্তব্য থাকা স্বীকার ক[illegible] হয়, ফলতঃ পতিরন্যো বিধীয়তে ইহার এক স্থানে শক্তাশক্ত ভেদে আর অন্যত্র পুনরায় বিবাহের অবশ্য কর্ত্তব্যতা স্বীকারে শব্দদুচ্চরিত শব্দের শব্দদর্থাববোধকতা যাহা প্রসিদ্ধ আছে তাহার বিরুদ্ধে অর্থদ্বয় কল্পনা করা হয় আর ক্লীব ব্যক্তির সহিত স্ত্রীর বিবাহ হওয়া যুক্ত নহে সুতরাং ক্লীব ব্যক্তি যে কোন স্ত্রীর পতি হইবেক ইহা সঙ্গত হইতে পারে না অতএব পতির ক্লীবত্ব নি-

শ্চিত হইলে তৎপত্নীর অন্য পতি করিতে পারে। সদর্থ হয় নাই আর ভগবান্ মনু যে রূপ বেদার্থ দ্রষ্টা এমত অন্য ঋষিকে কহা যায় না তাহা মনু শব্দের অর্থ দ্বারাই জানা যায়, সকল বেদার্থাদিকে যিনি মনন করিয়াছেন তাঁহার নাম মনুঃ, অপিচ

ছান্দোগ্যে ব্রাহ্মণে মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ
তদ্ভেষজং ভেষজ তায়া ইতি।

এই বেদ প্রমাণ এবং "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা যা সাস্মৃতি ন প্রশস্যতে" অস্যার্থঃ, বেদার্থ উপনিবন্ধন হেতুক সর্ব্ব স্মৃত্যপেক্ষা মনু স্মৃতির প্রাধান্যতা আছে, মন্বর্থ বিপরীতা স্মৃতি মান্যা হয় না অর্থাৎ অন্য সংহিতার কোন বচনের যথা শ্রুত যদি মনু বচনের বিপরীত বোধ হয় তবে মনু বচনের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া অন্য সংহিতার ঐ বচনের সদর্থোদ্ধার করা কর্ত্তব্য হয় এই বৃহস্পতি বচনে তাহা স্পষ্টীকৃত আছে, ভগবান পরাশরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন যথা পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে

ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

অস্যার্থ, কোন পুরুষ বেদের কর্ত্তা নহেন বেদের স্মরণ কর্ত্তা মাত্র ব্রহ্মা, সেই রূপ ধর্ম্মকে প্রতি কল্পে মনুঃ স্মরণ করেন অর্থাৎ অনাদি বেদ প্রতিপাদ্য হেতুক ধর্ম্ম ও অনাদি, সকল বেদার্থ মনন কর্ত্তা মনুঃ প্রতি কল্পে ধর্ম্ম স্মরণ করেন, মনু সংহিতার নবমাধ্যায়ের চতুঃষষ্টি শ্লোকে

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যাদ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনং॥

অত্র কুল্লুক ভট্টো ব্যাখ্যাঙ্ককার, যথা এবং নিয়োগম বিধায় দূষয়িতু মাহ নান্যস্মিন্নিতি ব্রাহ্মণাদিভি র্বিধবা স্ত্রী ভর্ত্তুরন্যস্মিন্ দেবরাদৌ ন নিযোজনীয়া, যস্মাৎ স্ত্রিয়মন্যস্মিন্, নিযুঞ্জানাস্তে স্ত্রীনামেকপতিত্বর ধর্ম্ম অনাদি সিদ্ধন্নাশয়েযুঃ, ইঁহার ভাষার্থঃ, দ্বিজাতি কর্ত্তৃক দেবরাদি অন্য পুরুষে বিধবা স্ত্রীকে নিয়োগ কর্ত্তা স্ত্রী দিগের সনাতন এক পতিত্ব যে ধর্ম্ম আছে তাহার ধ্বংসক হয় অর্থাৎ স্ত্রীদিগের এক পতিত্বই সনাতন ধর্ম্ম তাহার নাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে যদ্যপি ইহা নিয়োগ ব্যাপারে উক্ত হইয়াছে তথাপি তাহাতে স্ত্রী দিগের এক পতিত্বই যে অনাদি সিদ্ধ ধর্ম্ম তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বেদের কোন স্থানে বিধবার

বিবাহ হইতে পারা উক্ত না হওয়া ঐ শ্লোকের পর শ্লোকেই কথিত হইয়াছে যথা।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ॥৬৫

অত্র কুল্লূক ভট্টো ব্যাখ্যাঞ্চকার যথা, নোদ্বাহিকেষু ইতি অর্য্যমণংনু দেব মিত্যেবমাদিষু বিবাহ প্রয়োজনকেষু মন্ত্রেষু কুচিদপি শাখায়াং ন নিয়োগঃ কথ্যতে নচ বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রেহন্যেন পুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্ত, ইহার ভাবার্থ, বিবাহ বিধায়ক মন্ত্রে বেদের কোন শাখায় নিয়োগ কথিত হয় নাই এবং বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদে অন্য পুরুষের সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে পারাও উক্ত হয় নাই এতদ্বচনের প্রথমার্দ্ধ নিয়োগ প্রকরণীয় তাহার প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব্য বিষয়ে করিবার প্রয়োজন নাই ঐ বচনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রে বিধবা স্ত্রীর অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হইতে পারা উক্ত না হওয়া অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম বেদ বিরুদ্ধ থাকা যাহা ভগবান মনু কহিয়াছেন তাহা দৃষ্টে বিধবা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী থাকা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যদি বল সত্যযুগের ধর্ম্মবক্তা ভগবান মনু

তদিই বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা কহিয়াছেন, কলিযুগের ধর্ম্মবক্তা ভগবান পরাশর বিধবা বিবাহে দোষ না থাকা কহায় মনু বচনে নিষিদ্ধ থাকিলে ঐ বচন কলিপর নহে, পরাশরীয় স্মৃত্যনুসারে কলিতে বিধবা বিবাহ দোষ হইতে পারে না তাহাও যথার্থ নহে কেননা বেদার্থকে স্মরণ করিয়া মুনিরা যাঁহা কহেন তাহারি নাম স্মৃতি, সকল মুনি অপেক্ষা ভগবান মনু বেদার্থের যে বিশেষ জ্ঞাতা তাহা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বি সকলের নিকটেই প্রসিদ্ধ আছে এবং ভগবান পরাশর তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, যখন মনু বচন দ্বারা বেদে কোন স্থানে বিধবা স্ত্রীর অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ হইতে পারা উক্ত না হওয়া জানা যাইতেছে তখন তদ্বিরুদ্ধে স্মৃতি থাকা নিতান্তই অলীক সুতরাং ভগবান পরাশর বেদ বিরুদ্ধ ব্যবস্থা কহিয়াছেন ইহা কদাচ স্বীকার্য্য নহে তবে মনুসংহিতার নবমাধ্যায়ের ১৭৬ সংখ্যক শ্লোকে

সাচেদক্ষত যোনিঃস্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপিবা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্ত্রা সা পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥

অত্র কুল্লূক ভট্টস্য ব্যাখ্যা, সাচেদিতি সা স্ত্রী যদ্যক্ষত যোনিঃ সত্যন্য মাশ্রয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেন ভর্ত্ত্রা পুনর্ব্বিবাহাখ্যং সংস্কার মর্হতি। যদ্বাকৌমারং পতিমুৎ

সৃষ্ঠ অন্যমাশ্রিত্য. পুনস্তমেব প্রত্যাগতা ভবতি তা
তেন কৌমারেণ ভর্ত্তা পুনর্ব্বিবাহাখ্য সংস্কার মর্হতি
অস্যার্থঃ যদি কোন বিধবা অক্ষত যোনিঃ হয় তা
পৌনর্ভব সাঙ্কেতিক ব্যক্তির সহিত আর যদি কো
স্ত্রী কৌমার পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে আশ্র
করণানন্তর পুনঃ স্বপতির নিকটে প্রত্যাগতা হয় ত
তাহার ঐ কৌমার ভর্ত্তার সহিত পুনঃ সংস্কার হইতে
পারে ইহা উক্ত হইয়াছে অতএব বিধবার বিবা
নিষিদ্ধ থাকা বলা যাইতে পারে না ইহার উত্তর এ
যদ্রূপ "ভার্য্যাং বিন্দেত,, এই বিধির দ্বারা সবর্ণাসব
স্ত্রীর সহিত পুরুষের বিবাহ সিদ্ধ হইলেও সবর্ণা স্ত্রী
সহিত বিবাহে নিষ্পাপতা আর অসবর্ণা বিবাহে পা
জনকতা আছে তদ্রূপ অক্ষত যোনি স্ত্রীর পৌনর্ভ
সাঙ্কেতিক পুরুষের সহিত পুনঃ সংস্কার হইলে
তাহাতে পাপ জনকতা আছে নিষ্পাপাংশে অর্থা
সবর্ণা অথচ অসংস্কৃতা অদৃষ্ট রজস্কার সহিত বিবা
বিধির চারিতার্থ্য প্রসিদ্ধ অন্য যুগে মনুষ্যদিগের তাদ
শ পাপ নাশে সামর্থ্য ছিল তজ্জন্য তাঁহারা তাদৃশ ক
করিয়াও পরিত্রাণ পাইতে পারিতেন কলিযুগে
মনুষ্যদিগের তাদৃশ পাপ নাশের সামর্থ্য না থাকা
ঔরষ আর দত্তক ভিন্ন কলিতে অন্য পুত্র নাই, পৌন
র্ভব পুত্র না থাকায় সুতরাং পাপজনক অক্ষত যোনি

সংস্কারও সম্ভবেনা তাহাতে জাত ব্যক্তি পুত্র
গণ্য হইতে পারেনা অন্য যুগে তাদৃশ কর্ম্মে যে
হইত তাহার প্রমাণ মনুসংহিতার ব্যাখ্যায় কু-
ভট্ট ধৃত বৃহস্পতি বচন যথা।

নেকধাঃ কৃতাঃপুত্রাঃ ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
শক্যন্তেধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈ রিদন্তনৈঃ॥

ইহার ভাষার্থ, পুরাতন ঋষিরা যে অনেক প্রকার
করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন মনুষ্যদিগের তাদৃশ
া নাশকতা রূপ শক্তি না থাকায় তাঁহারা তাহা
রিতে পারেনী না আর আদিত্য পুরাণে "দত্তোরসে
রেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। অর্থাৎ দত্তক আর ঔরস
ন কলিতে অন্য পুত্র নাই এই বচনে কলিযুগে এই
প্রকার পুত্র থাকা আর অন্য পুত্র না থাকা জানা
ওয়ায় আর বৃস্পতি বচনে অন্যপ্রকার পুত্র করণে
প জনকতা থাকা প্রকাশ পাওয়ায় কলিতে ঐ
কল পাপ নাশ করিতে শক্তি না থাকায় বিধবা বি-
াহে পাতিত্য মাত্র হইতে পারা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত
ইতে পারেনা এবং পরাশর সংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে।

রিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মান্যতে।
া মৃতা যায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

অস্যার্থ, দরিদ্র পীড়িত মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অব
করে সে স্ত্রী জন্মান্তরে ব্যালী হয় অথবা পুনঃ পু
জন্মান্তরে বিধবা হয় ইহা উক্ত হইয়াছে, মূর্খের
যাবজ্জীবনাশৌচ তাহা প্রসিদ্ধ আছে যথা।

ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এবচ।
যথেষ্টাচরণস্যাহু র্মরণান্তমশৌচকং ॥

ক্রিয়াহীন অর্থাৎ বেদ বিহিত ক্রিয়াহীনের অ
মূর্খের আর মহারোগির আর যথেষ্টাচারির, অর্থ
দু্যত বেশ্যাদ্যাসক্তের মরণান্তাশৌচ হয় এবচন কেব
ভয় প্রদর্শক নহে, মহারোগীর পাতিত্য থাকা প্রসি
আছে তাহার সহিত মূর্খ এই পদ এক বচনোপা
থাকায় মূর্খের মরণান্তাশৌচের বিধান হওয়ায় মূ
ব্যক্তি যে পতিত এতদ্বিষয়ের বক্তৃতায় প্রয়োজন
ভাব, ইহাতে যদি পতি পতিত হইলে পত্নীর অন্যপ
করা ভগবান পরাশরের অভিমত হইত তবে মূর্খপ
তিকে অবজ্ঞা করা কদাচ তাঁহার মতে দুষ্ট হইত
অপিচ মূর্খপতিকে অবজ্ঞা করাতে জন্মান্তরে বৈধব
হওয়ার যে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছেন তাহারো সা
ল্য থাকে না আর স্ত্রীদিগের একপতিত্ব ধর্ম্ম পুরাণে
নানাস্থানে উক্ত আছে তদ্ধেতুক পুরাণ বচনের অপ্র
মান্য দেখাইবার নিমিত্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বক

কে ব্যাস সংহিতার এই বচনটী উদ্ধার করিয়া-
যথা।

তি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
ত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥

অর্থাৎ যে স্থলে কোন বিষয়ে বেদে এক প্রকার
হিয়াছেন স্মৃতিতে অন্য প্রকার পুরাণে আর এক
কারি সে স্থলে কর্ত্তব্য কি, অর্থাৎ কোন্ শাস্ত্র অব-
ন করিয়া চলা যাইবেক, কারণ মনুষ্যের পক্ষে
নই শাস্ত্র, এক শাস্ত্র অবলম্বনে চলিলে অন্য দুই
স্ত্রের অপমান করা হয় এবং শাস্ত্রের অপমান করি-
মনুষ্য অধর্ম্মগ্রস্ত হয়েন এই নিমিত্তে ভগবান্ বেদ-
স মীমাংসা করিতেছেন যে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের
ম্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণানুসারে না
য়া বেদানুসারে চলিতে হইবেক আর স্মৃতি ও
াণের পরস্পর বিরোধ হইলে পুরাণানুসারে না
য়া স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক, ঐ বচনের
রূপ তাৎপর্য্য হইলে স্মৃতি আর পুরাণের অনেক
তা হয়, বেদ বিরুদ্ধে স্মৃতি থাকা শক্যার্থের বিরুদ্ধ
ননা বেদার্থকে স্মরণ করিয়া ঋষিরা যাহা কহেন
হারি নাম স্মৃতি সুতরাং বেদ বিরুদ্ধে কাহারু উক্তি
তি হইতে পারে না তবে ব্যাস সংহিতায় ঐ বচনের

অর্থ কি ইহা বিবেচনা করিলে ঐ বচন কেবল যুক্তি
লক থাকা স্পষ্টজানা যায়অর্থাৎ স্মৃতির দ্বারা অনু
শ্রুতির অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রুতির বলবত্তা আছে কে
অনুমেয়শ্রুতির যথার্থ পাঠের উপলব্ধি হওয়া দু
সমান বিষয়ে সাক্ষাৎ শ্রুতির বিরুদ্ধে যদি স্মৃতির ব
দৃষ্ট হয় তবে স্মৃতির দ্বারা অনুমেয়া শ্রুতির অ
সঙ্কোচ করিয়া উভয়ত্র অর্থাবধারণ করিতে হইবে
আর পুরাণাদিতে ইতিহাসচ্ছলে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপা
করায় ইতিহাসাংশে পর কৃতি অর্থবাদ ব্যতীত অ
কোন ফল নাথাকায় ইতিহাস ব্যতিরেকে স্মৃতি
ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিপাদন থাকায় পুরাণাদ্যপেক্ষা স্মৃ
গুরুত্ব থাকা জানাযায় এতাবন্মাত্র ঐ বচনার্থ, যখন
বচন কেবল যুক্তি মূলক থাকা প্রতিপন্ন হইল ত
তাহাতে কোন বিশেষ বিধয় প্রতিপাদিত না হও
স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং ঐ যুক্তিমূলক ব
ন দ্বারা স্মৃতি পুরাণাদির অপ্রামাণ্য হইতে পারে
কেননা যে কোন শ্রুতি মূলকতায় ঋষিরা যে স্ম
আর পুরাণের বচন কহিয়াছেন সেই শ্রুতির সা
সাক্ষাৎ শ্রুতির তুল্যতা থাকা অবশ্যই স্বীকার করি
হইবেক, অতএব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি বচনের স
র্বয়ে অর্থাবধারণ করা যাহা পূর্ব্ব২ আচার্য্যদিগে
রীতি আছে তাহাই ন্যায্য যথা।

পূর্ব্বাহ্লং বৈদেবানাম্ মধ্যাহ্নং মনুষ্যাণাং
অপরাহ্নং পিতৃণাং।

এই শ্রুতির অর্থ এই যে দিবাকে তিনভাগে বিভক্ত
করিয়া পূর্ব্বাহ্ন অর্থাৎ প্রথম ভাগে দৈব কর্ম্ম আর
ধ্যাহ্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে মনুষ্য কর্ম্ম আর অপরাহ্ন
অর্থাৎ তৃতীয় ভাগে পিতৃকর্ম্ম পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করি-
বক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিথিতত্ত্ব ধৃত স্মৃতি
চন যথা।

স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধ মনন্তং রাহুদর্শনে।
আসুরীরাত্রিরন্যত্র তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ইহার ভাষার্থ, স্নান আর দান আর তপস্যা আর
শ্রাদ্ধ রাহু দর্শন করিলে অনন্ত গুণ হয়, তাহা ছাড়া
অন্য রাত্রি আসুরী, সে রাত্রিতে কোন কর্ম্ম করিবেক
না এই বচনের তাৎপর্য্যাধীন ঐ সকল কর্ম্ম রাহুদ-
র্শনাতিরিক্ত রাত্রিতে পর্য্যুদস্ত থাকা দিবা মাত্রে তাহা
করিলে সিদ্ধ হইতে পারা জানা যায় বিধি থাকিলে
বিষয় বিশেষে নিষেধ থাকার নাম পর্য্যুদাস সুতরাং
ঐ বচনের দ্বারা বেদে প্রথমতঃ সাধারণ রূপে তত্তৎ
কর্ম্মের বিধি থাকা আর রাত্রিতে তত্তৎ কর্ম্মের নিষেধ
থাকা স্পষ্ট অনুমান হইতেছে তদ্ধেতুক দৈবকর্ম্মে

পূর্ব্বাহ্নের আর মনুষ্য কর্ম্মে মধ্যাহ্নের আর পিতৃক
অপরাহ্নের প্রশস্ততা মাত্র থাকা কিন্তু দিবা মা
তত্তৎ কর্ম্ম করণে কর্ম্মসিদ্ধ হইতে পারা পূর্ব্ব আচা
র্য্যেরা যাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই সঙ্গ
থাকা জানা যাইতেছে এইরূপ অর্থ হইলে শ্রুতি স্মৃ
পুরাণাদির সাফল্য থাকে সেইরূপ অর্থই সদর্থ অত
এব পুরাণ বচনও অবশ্য প্রামাণ্য থাকার প্রতি স
ন্দেহ নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বৈ
থাকা দেখাইবার নিমিত্তে যদ্যপি ব্যাস সংহিতার স্মৃতি
বচনটী উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি স্বপ্রয়োজনবশত
স্মৃত্যুক্ত বিধানও কলিযুগে পুরাণ বচনের দ্বারা নিবা
রিত হওয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা তিনি স্বপুস্তকে
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্‌
দত্তামপিচ হরেৎপূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বরমাব্রজেৎ।

ইহার ব্যাখ্যানে দত্তাশব্দ বাগ্দত্তাপর থাকা স্বীকা
করিয়া কন্যাকে একবার মাত্র দান করা যায়, দান ক
রিয়া হরণ করিলে চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্বব
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে দত্তা কন্যাকেও পূর্ব্ব
বর হইতে হরণ করিবেক অর্থাৎ তাহার সহিত বি-
বাহ না দিয়া উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বরের সহিত কন্যার বি-

হ দিবেক, ইহা বর্ণন করিয়া তৎপরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে
গ্রে এক বরকে কন্যা দান করিয়া পরে সেই বর
পেক্ষা শ্রেষ্ঠবর উপস্থিত হইলে তাহাকেই পুনরায়
ন্যা দান করার এই যে শাস্ত্রানুমত ব্যবহার ছিল
হন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হই-
আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ঐরূপ মীমাংসা করি-
য়াছেন তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না কেননা
তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যাস সংহিতার ঐ বচনটী দেখাইয়া
আর পুরাণের পরস্পরের বিরোধ স্থলে পুরা-
র অপ্রামাণ্য স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন,
নরায় তিনিই পুরাণ বচন দ্বারা স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থা রহি-
হওয়া স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে অস্মদাদির
অল্প বুদ্ধিতে তাঁহারই পরস্পর বাক্যের বিরুদ্ধতা থা-
কার অনুগম হইতেছে অতএব তিনি দেশাধিপতির
নিকট পণ্ডিত মধ্যে মান্য হইলেও তাঁহার কৃত ঐরূপ
মীমাংসা মান্য হইতে পারেনা, ফলতঃ শ্রুতি স্মৃতি
রাণাদি বচনের স্থল রাখিয়া যে অর্থ হইতে পারে
তাহাই সদর্থ, স্ত্রীদিগের এক পতিত্ব ধর্ম্ম পুরাণাদিতে
নানাস্থানে উক্ত আছে তন্মধ্যে স্কন্দ পুরাণের কাশী-
খণ্ডের একটী বচন লিখিতেছি যথা।

নীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা।

সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়ে

ইহার ভাবার্থ এই যে ক্লীব অর্থাৎ বিবাহের পরে য
হার ক্লীবত্ব হয় এমৎ ব্যক্তি কিম্বা দুরবস্থা প্রাপ্ত ব্যা
অথবা ব্যাধিত অর্থাৎ মহারোগগ্রস্ত কিম্বা বৃদ্ধ অথ
সুস্থিত অর্থাৎ বেদোক্তাচারে স্থিত কিম্বা দুঃস্থি
অর্থাৎ বেদোক্তাচার বহির্ভূত পতি হইলেও স্ত্রী এ
পতি লঙ্ঘন করিবেক না অর্থাৎ অন্যপতি করিয়া প্র
পতিত্ব ধর্ম্ম লোপ করিবেক না ঐ বচনে স্পষ্টই প
তির ক্লীবত্ব হইলেও অন্য পতি করা নিষিদ্ধ হইয়া
ইত্যাদি এক পতিত্ব ধর্ম্ম রক্ষার্থে নানাগ্রন্থে যে সক
বচন আছে তাহার স্থল থাকেনা আরো বিবেচন
করা কর্ত্তব্য, যে নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনে "বিধীয়তে
এইটী লট্ লকারের কর্ম্মনি বাচ্যের পদ তাহার
ক্যার্থে অন্য পতি বিধেয় হওয়া বুঝায় যদ্যপি ক
উক্ত নহে তথাপি বিবেচনা করিলে স্ত্রীরই কর্ত্তৃত্ব থ
কার উপলব্ধি হয় বচনে তদ্দ্বারা বিধি দেওয়া বু
যায় না লিঙ অথবা লোট্ লকারের কিম্বা তদনুযা
কৃত্য প্রত্যয়ের পদব্যতীত বিধি দেওয়া সম্ভবেনা ত
দধ্না জুহোতি ইত্যাদি স্থলে যেমত লট লকারের লি
র্থতা দৃষ্টা হয় সেইমত এস্থলেও স্বীকারে কি হানি
ইহা কহিলেও তাহার উত্তর এই যে "ব্যত্যয়ো বহুলম্

এই ভগবান্ পানিনির বৈদিক শব্দ সাধিবার বিষয়ে
সূত্র আছে, তাহাতে বেদে কুচিৎ আত্মনে পদি ধাতুর
উত্তর পরস্মৈপদী আর পরস্মৈপদি ধাতুর উত্তর আত্ম-
নে পদী প্রত্যয় হয় এবং কোন এক লকার প্রয়োক্ত-
ব্যস্থলে অন্য লকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে সুতরাং
দধ্না জুহোতি এই স্থলে জুহুয়াৎ এরূপ অর্থ হইতে
পারে, মুনি বচনও বেদতুল্য বলিয়া অথবা লক্ষণা ক-
রিয়া যদি লিঙর্থতা ঘটনা করা হয় তথাপি যে বিধিতে
ফলশ্রুতি নাই সেই বিধির নিত্যত্ব থাকা প্রসিদ্ধ আছে
যেথা "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" তথা নষ্টেমৃতে ইত্যা-
দি বচনে ফলশ্রুতি না থাকায় তদ্বচন প্রতিপাদ্য অন্য
পুরুষের সহিত পুনরায় বিবাহের নিত্যতা বোধ হয়,
নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ক্রমে শ্রবণ মনন
নিদিধ্যাসনে অধিকার জন্মে সুতরাং তাহারি প্রাধা-
ন্যতা স্বীকার করিতে হয়, নিত্য কর্ম্মের বাধ হইতে না
পারায় ব্রহ্মচর্য্যাদির স্থল থাকেনা, কষ্ট কল্পনায় শক্তা
শক্ত ভেদে অর্থ করিলেও বহু কষ্টসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যাদ্য-
পেক্ষা ঐহিক সুখের কারণীভুত বিধবার পুনরুদ্বাহে
পরম্পরা মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ হওয়া স্বীকার করিলে
বিষমশিষ্ট দোষস্পর্শে তাহা নিতান্ত অযুক্ত; যুক্তি
পূর্ব্বক অর্থাবধারণ না করিলে ধর্ম্মের হানি হয় যথা ।

যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ।

অস্য ভাষা, যুক্তি হীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়, আরো মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে "বিধিরত্যন্ত মপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি তত্রচান্য এচ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে" বিধির অপ্রাপ্ত প্রাপণ অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি ছিল না তাহার প্রাপণ আর নিয়ম পাক্ষিক বিষয়ে অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে করে অনিচ্ছায় করেনা সে স্থলে আর শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত অথবা রাগতঃ প্রাপ্ত থাকা বিষয়ের সঙ্কোচে সংখ্যার অবধারণের নাম পরিসংখ্যা ইহাতে নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচনে বিধীয়তে এ স্থলে লক্ষণা করিয়া লিঙর্থতা ঘটনা করিলেও এতদ্বিষয়ে তিন প্রকার বিধির মধ্যে কোন প্রকার বিধিই হইতে পারেনা যথা অপ্রাপ্ত প্রাপণ অর্থাৎ রাগতঃ ন্যায়তঃ শাস্ত্রতঃ যাহার প্রাপ্তি না হয় তাহাকে যে প্রাপণ করায়, যেমত অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত এই বিধি না থাকিলে রাগতঃ ন্যায়তঃ শাস্ত্রতঃ সন্ধ্যোপসনা প্রাপ্তি হইত না, তাহা এ স্থলে ঘটে না কেনন বিবাহ বিষয়ে স্ত্রীদিগের রাগ আছে আর নিয়ম অর্থাৎ রাগতঃ প্রাপ্ত অবশ্য কর্ত্তব্য তার বিধান যথা "ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াৎ" স্ত্রীসঙ্গ মনুষ্যের রাগতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে, ঋতুকালে তাহারি বিধান করায় তাহার অবশ্য

কর্ত্তব্যতা থাকা জানা যাইতেছে এ স্থলে তাহাও কহিতে পারা যায় না কেননা ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধান থাকা দৃষ্ট হইতেছে, পরিসংখ্যা কোন বিষয়ে রাগতঃ বহুধা প্রবৃত্তি থাকিলে কোন এক সংখ্যায় অবধারণ করিয়া তৎসংখ্যক সেই কর্ম্ম করিতে বিধান করা হয় কিন্তু তদকরণে পাপ না হয়, যেমত ভোজনে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি থাকায় চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যদি ভোজন করে তবে কোন দিন কি পরিমিত ভোজন করিবেক তাহার বিধান হইয়াছে এ স্থলে তাহাও ঘটে না কেননা যদি বহু পতি করার প্রাপ্তি থাকে তবেই এক পতিত্ব রূপ পরি সংখ্যা ঘটিতে পারে বহুপতি করার ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও দিতে পারিতেছেন না অতএব ঐ রূপ পরি সংখ্যার স্থলও এ নহে এবং পরি সংখ্যা কষ্ট কল্পনাপেক্ষা শব্দ মর্য্যাদায় সদর্থের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য হয় সুতরাং ঐ তিন প্রকার বিধিই তাহাতে সম্ভব না হওয়ায় ঐ বচনের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে কলিযুগের স্ত্রীলোকদিগের রাগপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুবাদ মাত্র সম্ভবে, কলিযুগে পরাশরীয় স্মৃতির প্রাধান্যতা স্বীকার করিলেও তদ্বচনে বিধি সংস্পর্শ না হওয়ায় অন্য ঋষির বচনে যদি বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকে তবে পরাশরীয় স্মৃতিতে রাগপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবাদ থাকায় নিষেধ প্রতিপাদিকা স্মৃতির প্রতিষেধ হইতে

পারেনা নিষেধ প্রতিপাদিকা মনু স্মৃতি পূর্ব্বে উক্ত
হইয়াছে পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব অধিকন্তু হেমাদ্রি
নির্ণয়ে দায়ভাগ বিবেকে পরাশর ভাষ্যধৃত বচন যথা।

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্টাংশং গোবধ স্তথা।
কলৌপঞ্চ নকুর্ব্বীত জ্যেষ্টাং ভার্য্যাং কমণ্ডলুং

এই বচনে কলিতে বিবাহিতার পুনরায় বিবাহ নি
ষিদ্ধ থাকা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে পরাশর সংহিতা
বচনের সহিত এক বাক্যতা দেখাইবার নিমিত্ত ভাষ্য
কার তাহা লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধার্থ কল্পনা কর
সঙ্গত হইতে পারেনা অপিচ পরাশরীয় স্মৃতিতে চতু
র্যুগের ব্যবস্থা থাকা দেখা যাইতেছে যথা “ত্যজেদ্দে
শং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ॥ দ্বাপরে কুল
মেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌযুগে” ইহার অর্থ এই যে কো
ব্যক্তি উৎকট পাতকী হইলে যে দেশে সেই পা
কর্ম্ম হয় সত্যযুগের মনুষ্যেরা সেই দেশকে পরিত্যা
করুন ত্রেতাতে সেই গ্রামকে যে কুলে পাতকী থাকে
আর দ্বাপরে সেই কুলকে কলিযুগে পাপকর্ত্তা পুরু
কে ত্যাগ করুন ইত্যাদি বচনে চতুর্যুগের ব্যবস্থা পর
শরীয় স্মৃতিতে উক্তা হওয়ায় আর ঐ সংহিতায় নষ্টে
মৃতে ইত্যাদি বচনে কোন যুগের নিমিত্তে তাহা কথি
হইয়াছে তাহা উক্ত না হওয়ায় ঊঢ়ায়া পুনরুদ্বাহ

ই বচনে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত আ-
ত্য পুরাণীয় আর বৃহন্নারদীয় বচনে কলিযুগে ঊঢ়ার
রুদ্বাহ নিষেধ থাকায় অন্যযুগে পাপজনক ঊঢ়ার
পুনরুদ্বাহ ছিল তৎকালের মনুষ্যদিগের তপোজ্ঞান
রা তাদৃশ পাপ নাশ হইতে পারিত, কলিযুগে ঐ
পজনক ঊঢ়ার পুনরুদ্বাহ কদাচ যে হইতে পারেনা
হা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারেনা অতএব
বিধীয়তে এই শব্দের অবলম্বনে বিধবার বিবাহ
ওয়া বৈধ থাকা যাহা কহিয়াছেন তাহা ন্যায্য নহে
র বিদ্যাসাগর মহাশয় মনু সংহিতার নবমাধ্যায়ের

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযম্ ।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতম্ ॥

৬সংখ্যকশ্লোকেলিখিয়া তাহার ভাষার্থে “বিবাহিতা
জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র ঔরসপুত্র মুখ্য
ত্র হয় এই লক্ষণ স্বজাতীয়া বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে
মুৎপাদিত পুত্রে সম্পূর্ণ খাটিতেছে অতএব যখন প-
শর কলিযুগে বিধবা বিবাহের বিধি দিতেছেন এবং
দশ প্রকারের মধ্যে কেবল তিন প্রকার পুত্রের বি-
ন করিতেছেন” যখন বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়মুৎ
দিত পুত্রে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের লক্ষণ ঘটিতে-
না কিন্তু ঔরস পুত্রের লক্ষণ সম্পূর্ণ ঘটিতেছে তখন

তাঁহাকে অবশ্যই ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা কোনক্রমেই পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারেনা তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভব সজ্ঞা পূর্ব্ব পুর্ব্বযুগের ব্যবহার ছিল যদি কলিযুগে সেই পুত্রকে পৌনর্ভব বলা আবশ্যক হইত তবে পরাশর কলিযুগের পুত্র গণনা স্থলে অবশ্যই পৌনর্ভবের গণনা করিতেন, গণন করা দূরে থাকুক পরাশর সংহিতাতে পৌনর্ভব শব্দই নাই অতএব কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ব্ভে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহার সন্দেহই নাই”যে লিখিয়াছেন তাহা নিতান্তই অন্যায্য, ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই“স্বইতি স্বভার্য্যায়াং কন্যা বস্থায়ামেব কৃতবিবাহ সংস্কারায়াং যং স্বয়মুৎপাদয়েৎ তংপুত্রং ঔরসং মুখ্যং বিদ্যাৎ সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরস পুত্রং বিদ্যাদিতি বৌধায়ন দর্শনাৎ। স্বজাতীয়ামেব স্বয়মুৎপাদিত ঔরসোজ্ঞেয়ঃ”। ইহার ভাবার্থ সবর্ণাকন্যাবস্থাতে বিবাহাখ্যসংস্কারে সংস্কৃতা এমত যে স্বভার্য্যা তাহাতে স্বয়মুৎপাদিত যে পুত্র তাহাকেই ঔরস পুত্র বলা যায় আর সেই মুখ্য পুত্র হয় ইহাতে আক্ষেপের

বিষয় এই যে বিদ্যাসার মহাশয় কন্যাবস্থায় সংস্কৃতাতে স্বয়মুৎপাদিত এই স্থানে কন্যাবস্থা গোপন করিয়া তাদৃশ অনর্থের ঘটনা করিয়াছেন যদি কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা তাহার নিকট অনাদৃতা হয় তথাপি ঐ সংহিতার অন্য বচনে বিধবা স্ত্রীর গর্ব্ভে অন্য পতি কর্ত্তৃক জাতপুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা থাকায় “স্বেক্ষেত্রে” ইত্যাদি বচনে কন্যাবস্থায় সুবর্ণা সংস্কৃতা ভার্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত এই অর্থ অনায়াসেই লব্ধ হইতে পারে পৌনর্ভব পুত্র সংজ্ঞা মনু সংহিতার নবমাধ্যায়ের ১৭৫ সংখ্যক বচনে আছে যথা।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥

অত্র কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যাং কৃতাবান্ যথা। যেতি। ভর্ত্তা পরিত্যক্তা মৃত ভর্তৃকা বা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যা ভূত্বা য মুৎপাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভবঃ পুত্র উচ্যতে।

ঐ বচনের ভাবার্থ এই যে স্ত্রী স্বামি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয় আর যে বিধবা স্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে যে হউক আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যের পুনরায় ভার্য্যা হইয়া যে পুত্রকে উৎপাদন করে সেই পুত্র সেই উৎপাদক পুরুষের পৌনর্ভব সংজ্ঞক পুত্র হয় এই লক্ষণ

বিধবা বিবাহিতা হইলে তদ্গর্ভজাত পুত্রে যে অবশ্য ঘটিতেছে তাহা কদাচ নিবারিত হইতে পারেনা। সুতরাং স্বেক্ষেত্রে এই বচনের তাৎপর্য্যাধীন কন্যাবস্থায় বিবাহাখ্য সংস্কারে সংস্কৃতা ইহা জানা যাইতেছে আর যতবার বিবাহ হইবেক ততবারের বিবাহের নাম সংস্কার নহে কেননা। "স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুত সংস্কার কর্ম্মসু" এই বচন দ্বারা পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতা জীবিত থাকিলে তিনি স্বপিত্রাদিকে নান্দীমুখশ্রাদ্ধে পিণ্ড দিবেন ইহার বিধান আছে, প্রথম বিবাহে সংস্কার সিদ্ধ হওয়ায় ঐ পুত্রের অন্য স্ত্রীর সহিত তৎপরে বিবাহ হওয়া স্থলে সংস্কারের বিষয় না থাকায় তৎপিতা আপন পিত্রাদিকে পিণ্ডাদি দেন না সুতরাং দ্বিতীয় বারের বিবাহের নাম সংস্কার নহে, বচনে সংস্কৃতায়াং থাকায় কন্যাবস্থায় সংস্কৃতা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে তবে "অক্ষতা বা ক্ষতাবাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ" ইহার ভাষার্থ, অক্ষত যোনিই হউক আর পতিকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী হইয়া ক্ষত যোনিই বা হউক, পুনর্ভূঃ স্ত্রী পুনঃ সংস্কৃতা হইবেক এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ কি, ইহা যদি কহেন তাহার উত্তর এই তদ্বিষয়ে সংস্কারাত্মক কর্ম্ম করিবেক এতাবন্মাত্র তাৎপর্য্য তাহাতে সংস্কার সিদ্ধ হইবেক এমত তাৎপর্য্য নহে নচেৎ পরস্পর

বচনের সাকল্য থাকেনা, পক্ষপাত বিহীন বিজ্ঞবর মহাশয়দিগের নিকটে নিবেদন এই যে ~~যখন~~ কন্যাবস্থায় সবর্ণা সংস্কৃতা ভার্য্যাতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রের নাম ঔরস আর বিধবার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ হইলে তদ্গর্ভজাত পুত্রের নাম পৌনর্ভব থাকা মনুবচনে প্রসিদ্ধ আছে, সংজ্ঞার সংজ্ঞী কালভেদে ভিন্ন হওয়া নিতান্ত অযুক্তি কি না? যদি অযুক্ত হয় তবে কি কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বিবেচনা করেন না, এতদ্বিষয়ে যে তাঁহার অনবধানতা আছে তাহা কহিতেও সাহস হয় না কেননা তিনি দেশাধিপতির নিকট পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়াছেন, এমত ব্যক্তি সংজ্ঞা শব্দের কালভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞী থাকা কি কারণে স্বীকার করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির অল্পবুদ্ধির গোচর নহে, আর যদি ভগবান্ পরাশরকে কেবল কলিধর্ম্ম বক্তা কহা যায় তথাপি তিনি আপন গ্রন্থে পৌনর্ভব পুত্রের নাম গ্রহণ না করায় কলিযুগে বিধবাদির পুনরায় বিবাহ হইতে না পারায় পৌনর্ভব পুত্রের নামোল্লেখ করেন নাই, বিধবা বিবাহ দেওয়ান ঐ ঋষির অভিপ্রেত হইলে পুত্র গণনায় পৌনর্ভব পুত্রের গণনাও করিতেন তাহা না করাতেই কলিযুগে কোন প্রকারে বিধবার পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ না থাকা ভগবৎ পরাশরের যে অভিপ্রেত তাহাই স্পষ্ট প্রতি-

পন্ন হইতেছে, আরো বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ভগবান্ পরাশর পুত্রগণনাস্থলে

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ ।

এই চারি প্রকার পুত্র গণনা করিয়াছেন, আদিত্য পুরাণে কলিযুগে দত্তক আর ঔরস ভিন্ন অন্য প্রকার পুত্র না থাকা উক্ত হইয়াছে।

দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ ।

অতএব উভয় বচনের স্থল রাখিয়া ব্যাখ্যা করা যাহা পূর্ব্ব২ আচার্য্যদিগের রীতি আছে তদনুসারে অর্থাবধারণ করিলেই পরাশরী স্মৃতিতে পরিগণিত চারি প্রকার পুত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ আর কৃত্রিম এই দুই প্রকার পুত্র কলীতর সময়ে হইতে পারা উক্ত হওয়া স্পষ্ট জানা যায়, ইহাই পূর্ব্ব২ আচার্য্যেরা স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে বিবেচনা কর্ত্তব্য যে পরাশরী স্মৃত্যুক্ত ক্ষেত্রজ আর কৃত্রিম এই দুই পুত্র কলিতে না থাকিলেও ঔরস আর দত্তক পুত্রকে কি তাহা কহিতে পারা যায়? ফলে তাহা কদাচ কহিতে পারা যায় না কেননা তাহা কহিতে হইলে সংজ্ঞার কাল ভেদে ভিন্ন সংজ্ঞী থাকা স্বীকার করিতে হয় তাহা যে নিতান্ত অযুক্ত, বোধ করি তাহা আপামর সাধারণ সকলেরি বোধগম্য আছে আর বৃহন্নারদীয়ও

আদিত্য পুরাণে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কলিতে নিষেধ থাকায় বিধবার যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য বৈধ না থাকা বিদ্যাসাগর মহাশয় কহেন তাহাও ন্যায্য বোধ হয় না কেননা তিনি পুরাণ বচনাপেক্ষা স্মৃত্যুক্ত বচনের প্রাধান্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যের পরে ব্রাহ্মণী বিধবার সহমরণ সম্ভব হয় না সুতরাং "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যম্" অস্যার্থ, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেক ইহার বলবত্তা প্রযুক্ত যাবজ্জীবন বিধবার প্রতি তাহার অধিকার থাকে বস্তুতঃ উক্ত পুরাণ দ্বয়ের দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধক বিধি উপদিষ্ট বিষয়ে, অতিদিষ্ট বিষয়ে নহে অর্থাৎ উপনয়নের পরে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অতিদিষ্ট থাকা যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ এই পরাশরী স্মৃতিতেই জানা যায় কেননা যেমত ব্রহ্মচারিরা স্বর্গলাভ করেন সেইমত ব্রহ্মচর্য্য স্থিত বিধবায় স্বর্গলাভ করে ইহা উক্ত হইয়াছে, এমত হইলে পরস্পর বচনের সমন্বয় হয়, সমন্বিত অর্থই সদর্থ "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো বিগর্হিতঃ" অস্যার্থ, এক বাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্য ভেদে অর্থ করা গর্হিত হয়, অতএব বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহমরণ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম না থাকা স্পষ্ট জানা যাইতেছে; আর নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনে পতৌ এই যে পদ আছে তাহাকে

তিনি পতি শব্দের সপ্তমীর এক বচনের পদ স্বীকার করেন তাহা হইলে স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে তাহারদিগের কর্ত্তৃক তদ্বচনোল্লেখিত পাঁচ প্রকার আপদে অন্য পতি করিবার বিধান অর্থাৎ প্রবৃত্তিঃ রাগতঃ যে হইয়া থাকে ভগবান্ পরাশর তাহারি অনুবাদ করিয়া তাহারি নিবারণার্থে বিধবা স্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য আর সহমরণে উত্তমা গতি হয় ইহা দেখাইয়া বিধনি করিয়াছেন ইহারি উপলব্ধি হইতে পারে যদ্যপি "মৃতে ভর্ত্তরি" ইত্যাদি বচনেও লিঙ্ ঘটিত পদ নাই তথাপি প্রশংসা দৃষ্টে লিঙ্ ঘটিত বিধি বোধ থাকা জানা যাইতেছে, ঐ অনুমেয়া শ্রুতির অনুসারে

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতাঃ।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালংবসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

ইত্যাদি বচনে ব্রহ্মচর্য্য আর সহমরণের বিধান করা হইয়াছে এই এক প্রকার অর্থ হইতে পারে ঐ প্রকার অর্থে মন্বাদি ঋষি বচনের সহিত বিরোধ হয় না।

এক্ষণে অকিঞ্চনের বিবেচনায় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং

পতিরন্যোবিধীয়তে" এই বচনের যেরূপ সদর্থ হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে। এই বচনে "পতৌ" এই যে সপ্তমীর এক বচনের পদ আছে তাহা দৃষ্টে ঐ পতি শব্দ পাতীতি পতি এইরূপ ব্যুৎপত্তি লব্ধ ভার্য্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বাচক না থাকা বোধ হইতেছে কেননা পতিঃ সমাসে এই ভগবৎ পাণিনির সূত্র দৃষ্টে কেবল সমাসে পতি শব্দের ঘি সংজ্ঞা থাকায় সমাসাতিরিক্ত স্থানে ঘি সংজ্ঞা হইতে না পারায় প্রকৃত পতি শব্দের ঙিতে পতৌ এইরূপ হইতে পারেনা কিন্তু "স্থিতস্য পতিশ্চিন্তনীয়া" অতএব পতি শব্দের উত্তর নাম ধাতু প্রকরণীয় প্রত্যয়ের দ্বারা তাহার ধাতু সংজ্ঞা করিয়া তদুত্তর কৃদন্ত প্রকরণীয় প্রত্যয়ে সিদ্ধ হওয়া পতি রিব পতি এই প্রাতি পদিক শব্দের সপ্তমীর এক বচনে পতৌ এই পদ সিদ্ধ হইতে পারে, পতিরিব পতি শব্দে যাহার সহিত বাগ্দান হইয়াছিল তাহাকে বুঝাইবেক ইহা মনু বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে। যথা মনু সংহিতার নবমাধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে

যস্যা মৃয়েত কন্যায়া বাচা সত্যেকৃতে পতিঃ।

অস্য ভাষার্থ, যে কন্যার বাগ্দানোত্তর পতি মরে ইত্যাদি স্থলে পতিরিব পতি শব্দ প্রয়োগ হওয়া স্পষ্ট

দৃষ্ট হইতেছে কেনন৷ বিবাহাখ্য সংস্কার হওনের পূর্ব্বেই পতি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অতএব যাহার সহিত বাগ্দান হইয়াছিল এমত ব্যক্তি বাগ্দা-নোত্তর যদি নষ্ট বা মৃত বা ক্লীব বা প্রব্রজিত অথবা প-তিত হয় তবে স্ত্রীদিগের এই পাঁচটি আপদে পতিরন্যে বিধীয়তে এই স্থলে কর্ম্মণি বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্টে ত কর্ত্তৃপদের বিবেচনা করিলে শাস্ত্রেণ এই কর্তৃপদে উপলব্ধি হইতে পারে যদি বল পতিরিব পতি শব্দ স্বীকার করিলে কষ্ট কল্পনা হয়, আর্ষ প্রয়োগ মানায় হানি কি? তাহার উত্তর যাবল্লৌকিক প্রয়োগ সাধ ব্যাকরণ মর্য্যাদায় অর্থাবধারণ হয় তাবৎ আর্ষ স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগে রীতি আছে সুতরাং আর্ষ স্বীকারই কষ্ট কল্পনা হ অতএব পতিরিব পতি এইরূপ ব্যাখ্যাই ন্যায্য হইতে পারে আর ঐ রূপ ব্যাখ্যা হইলে নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচনের অত্যন্ত সাফল্য হয়। যথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যো উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত

সপ্তপৌনর্ভবা কন্যা বর্জ্জনীয়া কুলাধমা।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা॥
উদক স্পর্শিতা যা চ যাচ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা য়াচ পুনর্ভূঃ প্রসবাচ যা॥

এই বচনে বাগ্দানোত্তর কন্যার সহিত বিবাহ নি-ষিদ্ধ থাকায় তাহারি প্রতিপ্রসবার্থে নষ্টে মৃতে ইত্যা-দি বচন উক্ত হইয়াছে এবং ভগবান্ বশিষ্ঠও বাগ্দা-নোত্তর বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহ দেওনের বিধান কহিয়াছেন যথা।

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং মৃয়েতাথো বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥

অস্যার্থঃ জল দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা দত্তা কিন্তু মন্ত্র সংস্কৃতা হয় নাই পরে বর যদি মৃত হয় তবে সে কন্যা পিতারি অর্থাৎ পিতা সে কন্যার অন্য বরের স-হিত বিবাহ দিতে পারেন, ঐ কথনের এই এক বাক্য-তা হয় অতএব এইরূপ অর্থই সদর্থ।

বিধবার পুনরায় অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া সর্ব্বযুগেই নিষিদ্ধ থাকা সত্য ত্রেতাযুগে অক্ষত যোনি আদির পুনরায় বিবাহ হইলে তাহাতে যে পাপ জন্মিত তপস্যা আর জ্ঞানের দ্বারা তৎকালের মনুষ্যদিগের ঐরূপ পাপনাশ করণের শক্তি ছিল কলি যুগের মনুষ্যদিগের তাদৃশ পাপনাশ করণের শক্তি না থাকায় এক্ষণে কলিযুগে কদাচ ঐ পাপজনক বিবাহ হইতে না পারা যে শাস্ত্রার্থ আর "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের যে সদর্থ তাহা লিখিত হইল, তবে বিদ্যাসাগর

মহাশয় ব্যভিচার আর ভ্রূণ হত্যার দোষ দেখাইয়া অনেকে বিধবা ভগিনী আর কন্যাদির পুনরায় বিবাহ দিতে উদ্যত থাকা যে লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে হইল, পক্ষপাত বিহীন বিজ্ঞবর মহাশয়েরা বিবেচনা করুন যখন বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ তখন গুপ্তরূপে ব্যভিচারে রতা হওয়া আর শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিবাহ নাম মাত্র গ্রহণে কুকর্ম্ম করা উভয় প্রকারেই ব্যভিচার দোষ তুল্যরূপ হইবেক, বরং গুপ্তভাবে তাহা যদা কদা হয় ব্যক্ত ভাবে হইলে অহরহই হইবেক ইহাতে ব্যভিচারের বাহুল্য ভিন্ন ন্যূনতা কদাচ সম্ভবেনা অতএব আপন বিধবা ভগিনী প্রভৃতির পুনরায় বিবাহ দেওনে উদ্যত হওয়া মহাশয়ের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিতেছি যে বিবাহের নাম মাত্র গ্রহণ করিয়া আপন ভগিনী প্রভৃতির ধর্ম্মলোপ না করেন আর ভ্রূণ হত্যা নিবারণের কেবল একটী সদুপায় আছে তাহা এই, যে কি কর্ম্মে ধর্ম্ম হয় আর কি কর্ম্মে অধর্ম্ম হয় ইহারি সর্ব্বদা আলোচনা করা, তাহা হইলে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইতে পারে কিন্তু এক্ষণে অনেকেই জীবিকার্থে স্বস্ব শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া কেবল ম্লেচ্ছাদির ভাষা শিক্ষার নাম বিদ্যোপার্জ্জন জ্ঞানে তাহারি অনুশীলন করেন তন্মধ্যে কেহ কোনএক ম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ

করিয়া জানেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বি গ্রন্থে তদন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি প্রায়ই দোষারোপ করা হইয়া থাকে, যাঁহারা কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের গ্রন্থাবলোকন করিয়াছেন কিম্বা কেহ স্বশাস্ত্রীয় ভাষা মাত্র শিক্ষা করিয়াছেন স্বীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নাই সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মপথ হইতে বহির্ম্মুখ হইবেন, পরদারাপহরণে তাঁহারদিগের ভীতি থাকেনা, পুরুষদিগের এই দশা হওয়ায় স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মের প্রসঙ্গও শুনিতে পায়েন না ইহাতেই নানা প্রকার অসদাচারের প্রাবল্য হইয়া থাকে অতএব ভদ্র ভদ্র মহাশয়েরা আপন২ বালকদিগকে জীবিকার্থে যেমত ম্লেচ্ছাদি ভাষা শিক্ষা করাইয়া থাকেন সেইমত ধর্ম্ম রক্ষার্থে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির শিক্ষা দেওয়াইতে এবং স্ত্রীলোকদিগকে অধিকার ক্রমে স্বস্ব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতে যত্ন করেন ইহাতে প্রায় সকলের ধর্ম্মে মতি হইতে পারে, ধর্ম্মে মতি হইলে কাযে কাযেই ভ্রূণ হত্যাও নিবৃত্ত হইবেক অধিক কি নিবেদন করিব ইতি।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

শ্রীশিবনাথ শর্ম্ম রায়স্য।